খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 26 ❑ 12 Sept., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

নারীদের সুরক্ষায় বিশেষ "দশভূজা" সুরক্ষা কবজ বনগাঁ জেলা পুলিশের

প্রতিনিধি ঃ আরজিকরে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। দিকে দিকে চলছে আন্দোলন। তারপরই মহিলা সুরক্ষা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা আরও বেড়েছে।

এবার মহিলা সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নয়া সুরক্ষা কবজ গঠন বনগাঁ জেলা পুলিশের। "দশভূজা" সুরক্ষা কবজে ১০ বিষয়ে সুরক্ষা দল গঠন হবে। যার মধ্যে রক্ষক, শক্তি ও জাগরিত বাহিনীর সূচনা হলো শুক্রবার বিকেলে। নারী সুরক্ষায় বিশেষ বাহিনীর সূচনা করেন বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার। মূলত নারীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই দলের গঠন। মোটর বাইকে করে রাক্ষসাক বাহিনী বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ গাইঘাটা বাগদা গোপালনগর এর বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ফোন আসতেই সেইখানে পৌঁছে যাবে এই বিশেষ সুরক্ষা দল। বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন, দশভূজার মোট দশটি প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন নারী সুরক্ষায় পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে, পাশাপাশি মহিলাদের সচেতন করতে স্কুলে ও বিভিন্ন অফিসে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে । আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর ২১ বছর পর সাজা পেল অভিযুক্ত স্বামী

প্রতিনিধি ঃ বিয়ের নয় মাসের মাথায় গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরুর ২১ বছর পর তাঁকে সাজা শোনালো বনগাঁ মহকুমা আদালত। স্বামী সঞ্জয় ঘোষ (৫৪) কে বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের ফাস্ট ট্যাগ ওয়ান কোর্টের বিচারক সুতীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনায় মৃত গৃহবধূর পরিবারের আইনজীবী সঞ্জয় দাস বলেন,বিচারে অভিযুক্তের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন বিচারক।

আইনজীবী জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে বসিরহাটের টুম্পার সাথে বিয়ে হয় গাইঘাটা থানার রামপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষের। অভিযোগ ছিল, বিয়ের

তৃতীয় পাতায়...

কবর থেকে দেহ তুলে খুবলে খাচ্ছে শিয়াল!

অবহেলার অভিযোগে পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ স্মারকলিপি

প্রতিনিধি ঃ মৃত মহিলার দেহ কবরের মাটি থেকে তুলে খুবলে খাচ্ছে শিয়াল, এমনই দাবি করে পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কবরস্থান সংস্কার না করার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ দেখালো কয়েকশো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার সামনে। অভিযোগ, বনগাঁ পৌরসভার এক নম্বর ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বেহাল কবরস্থানে পাঁচিল নেই, লাইট নেই। কবর দেওয়া দেহ তুলে খুবলে খাচ্ছে শিয়াল কুকুর। অভিযোগ, পৌরপ্রধানকে জানিয়ে, কোন ব্যবস্থা হওয়া হয়নি।

বাসিন্দাদের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমগ্র এলাকায় উন্নয়ন করছেন। কিন্তু বনগাঁ পৌরসভার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কেন উন্নয়ন করা হচ্ছে না? কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েও কবরস্থান সংস্কার করা হচ্ছে না? স্থানীয়দের দাবি, পৌরসভার চেয়ারম্যানকে জানানোর পর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি এখনো কোনো পদক্ষেপ করেনি।

এদিন দুপুরে এক নম্বর ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বনগাঁ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। পৌরসভার সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, 'এক নম্বর ও দুই নম্বর ওয়ার্ডে বহু মুসলিম ধর্মের মানুষের বাস। তাদের জন্য যে কবর স্থানটি রয়েছে, তা দীর্ঘদিন ধরে বেহালা অবস্থায় রয়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকে আশেপাশের নিজেদের মাঠে মৃতদেহ কবর দেন। কবরস্থানে আলোর ব্যবস্থা নেই। নেই পাঁচিল। যেকোনো সময় কুকুর শিয়াল ঢুকে পড়ে। দিন কয়েক

তৃতীয় পাতায়...

সিনেমা হলে দেহ ব্যবসার অভিযোগ, থানায় স্মারকলিপি ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের

প্রতিনিধি ঃ সিনেমা হলের মধ্যে রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসা। এমনই অভিযোগ এনে অবিলম্বে সিনেমা হল টি বন্ধ করার দাবিতে থানায় স্মারকলিপি দিল ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। বনগাঁ থানার রামনগর রোড ঘেঁষা শ্রীমা' সিনেমা হলের ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে সিনেমা হলের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার কয়েকশ মহিলা। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তারা

স্থানীয়রা জানিয়েছেন,ওই সিনেমা হলের সামনেই রয়েছে লোকনাথ বাবার মন্দির। কখনও হলের মধ্যে আবার কখনও হলের বাইরে লোকনাথ বাবার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মহিলা। অভিযোগ, কখনও ওই তালিকায় স্কুল ড্রেস পরা অল্প বয়সী মেয়েদেরও দেখা যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইশারায় অঙ্গ ভঙ্গি করে তারা। দরদাম

তৃতীয় পাতায়...

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় খেয়ে অসুস্থ ৩, গ্রেফতার ১

প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় খেয়ে অসুস্থ হল ৩জন। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার আমডোব বাজার সংলগ্ন এলাকায়। অসুস্থ ব্যক্তিদের নাম কালীপদ সরকার, সঞ্জয় মৈত্র ও সজীব মন্ডল। বোতলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে দেখে পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে অভিযুক্ত দোকানদার শান্তনু অধিকারীকে গ্রেফতার করছে পুলিশ। ধৃতর বাড়ি বাগদার চাপারুই এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় সহ একাধিক জিনিস পত্র। দোকানটি বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, রবিবার রাতে শান্তনু অধিকারীর দোকান থেকে ঠান্ডা পানীয় কিনেছিলেন তিন বন্ধু। খাওয়ার পরই বমি ও পেটে ব্যথা শুরু হয় তাদের। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তারা বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে যায়। তারপরে ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। ধৃতকে সোমবার বনগাঁ আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জাল পরিচয়পত্র সহ ধৃত ২

প্রতিনিধি ঃ তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতারের পর ভারতীয় ভুয়া পরিচয় পত্র তৈরির হদিস পেল বনগাঁ থানার পুলিশ। ওই চক্রের দুই সদস্যদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার রাতে রাকেশ মণ্ডল ও দিব্যেন্দু সরকার নামে দুই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ১৩ টি জাল ভোটার কার্ড ২ টি আধার কার্ড এবং কয়েকটি জন্ম শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'তিন বাংলাদেশীর কাছে এই

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২৬ ❐ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

দ্বিধা বিভক্ত রাজপথ

পশ্চিমবঙ্গ রাজপাটের বিভিন্ন বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশটা। যেন শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে! বিষাক্ত কালো ধোঁয়া! শিক্ষা- খাদ্য- আবাস- ভূমি রাজস্ব, মিড-ডে মিল! কী নেই! সাম্প্রতিক সংযোজন স্বাস্থ্য। রাজপথের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রশাসন; অপর প্রান্তে জুনিয়ার ডাক্তার; তাঁদের সাথে আপামর জন সাধারণ। দাবী একটাই— ন্যায় বিচার। তিলোত্তমা নিয়ে ন্যায় বিচার। আন্দোলনের ৩৪দিন পার। এখনও পর্যন্ত বিচারের রাস্তা সুগম নয়। প্রশাসনের সাথে জুনিয়ার ডাক্তারদের স্নায়ুযুদ্ধ চরমে। অধরা মূল কালপ্রিট। কে বা কারা আছে খুন ধর্ষণের নেপথ্যে; সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় সিবিআই। অথচ সঠিক পথ এখন তদন্তকারী সংস্থার অধরা। এদিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের ফলে চিকিৎসা পরিষেবা কিছুটা হলেও ব্যহত হচ্ছে। অনিয়মিত পরিষেবার জন্য কিছু পরিজন তাঁদের স্বজনকে হারিয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য বারবার আবেদন করা হচ্ছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের দাবীতে অনড়। গরীব অসহায় পরিবারের রোগীর পরিজনেরা তিলোত্তমার বিচার চেয়েও পরিষেবাকে স্বাভাবিক করার আবেদন জানাচ্ছে বারবার। এক্ষেত্রে দুইপক্ষের নমনীয় অবস্থানই হতে পারে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। না হলে সরকারী হাসপাতালে দুর্ভোগের শেষ হবে না। ডাক্তারদের যেমন রোগীদের সঠিক পরিষেবা দিয়ে তাঁদের সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব। তেমনি সরকারেরও উচিত তাঁদের সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া। সরকার পক্ষ দুর্নীতির শিড়ক উপড়ে ফেলতে কঠোর পদক্ষেপ নিলেই সমস্যার সমাধান হবে। প্রশাসনিক পদে বসে দুর্নীতি করতে একবার হলেও ভয় পাবে। তা না হলে দ্বিধা বিভক্ত রাজপথই ধুলোয় মিশিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট।

মুকুলিকার বিনাব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

সঞ্জিত সাহা ঃ বছরভর শুধু সংগীত নাটক সহ সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও এলেকার দুস্থ্য মানুষজনের মধ্যে বস্ত্র ও পোষাক বিতরন এবং সেই সঙ্গে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করে থাকে সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা অনিম দাস মজুমদার জানান, গত ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় কলেজিয়েট হাই স্কুলে ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় তারা আয়োজন করেছিলেন নিঃশুল্ক এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে শিবিরে আগত চক্ষু রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন এবং বিশিষ্ট শিক্ষক আস্তিক মজুমদার জানান, এদিন এলেকার ৭২ জন চক্ষু রোগী শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাদের চক্ষু পরীক্ষা করান। এলেকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

অনুরঞ্জন নাট্য উৎসব

সংবাদদাতা ঃ দুদিন ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করে সংস্কৃতির নগর ঠাকুরনগরের অনুরঞ্জন নাট্য সংস্থা। ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক আকাদেমীর আর্থিক সহায়তায় গত ৫ ও ৮ সেপ্টেম্বর সংস্থা অঙ্গনে অনুষ্ঠিত নাট্য উৎসবে অনুরঞ্জন প্রযোজিত দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিন পরিবেশিত হয় সংস্থা প্রযোজিত নতুন নাটক পাসপোর্ট।

সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক মিন্টু মজুমদারের নির্দেশনায় শিবশংকর চক্রবর্তী বিরচিত নাটক 'পাসপোর্ট' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন সোনালী, সুজাতা, বর্ণালী, প্রসেন, রিতীকা, গৌতম, পারমিতা, ছিলেন প্রবীণ নাট্যভিনেতা তপন দত্ত, অজয় পাল, সুভাষ মণ্ডল। দেবজিৎ বিশ্বাসের আবহ, রিতীকা দাসের সাজ-সজ্জা, সুরজিৎ ব্যাপারী ও কানাই লালা গাইনের আলো নাটকটিকে সমবেত দর্শকের মনের মনিকোঠায় পৌঁছে দেয়।

৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অর্থানুকুল্যে মঞ্চস্থ হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্তের গল্প অবলম্বনে সুব্রত রায় বিরচিত এবং অনুরঞ্জন প্রযোজিত মজার অথচ শিক্ষামূলক নাটক 'সেই জোকার এই সার্কাস'।

বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মিন্টু মজুমদারের নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অনুরঞ্জন আখড়ায় অভিনীত নাটক দুটি এলেকার নাট্যামোদী দর্শকদের মুগ্ধ করে।

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ বা আলোচনার বিষয়বস্তু হয় তখনই, যখন ছাগলটি একাধিক মাথাযুক্ত কিংবা দুটি বাচ্চার মধ্যে পা জোড়া ইত্যাদি দেখা যায়। এগুলি সয়ামিজ টুইন। এই টুইনদের প্রদর্শনীতে দেখানো হয় টিকিটের বিনিময়ে।

প্রাণীজগতের আরো নিচের ধাপে গেলে দেখা যাবে, একবার প্রসবে শত শত সন্তান জন্মাচ্ছে। তারা তো সকলেই টুইন। ব্যাঙের ডিম থেকে কত বাচ্চা জন্মায় তা তো নিজেই জানে না। সেজন্যে প্রবাদ আছে "ব্যাঙের মায়ের কান্না "। অর্থাৎ যার সন্তান সে নিজেই চেনে না। তার আবার দরদ কিসের! যমজ সন্তান কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে সায়ামিজ টুইন অবশ্যই অস্বাভাবিক, বিকলাঙ্গও বটে। এদের জিনোম স্টাডি করে রহস্যের সন্ধান মেলাই স্বাভাবিক। অনেক রমণী দুটি প্রসবে একবার যমজ সন্তান প্রসব করেন- এমন ইতিহাস কমবেশি পাওয়া যায়। ডিএনএ স্টাডি করে এই কেন, উত্তর মিলবে। অ্যামাইনো এসিডের তারতম্য জন্ম হওয়ার জন্যই জেনেটিক্যাল প্রোগ্রাম পরিবর্তন হয়। আর সে জন্যই যত অস্বাভাবিক ঘটনার উৎপত্তি।

... সমাপ্ত

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

ওই ঘটনা এক নিদারুণ কষ্টের বোধে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাঁকে। এগিয়ে চলা সময়ের সঙ্গে তাঁদের দুর্ভাগ্যও এগিয়ে এসেছে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন কমল দাশগুপ্ত। বাচ্চাদের কথা, স্বামীর চিকিৎসার কথা ভেবে '৬৭তে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। আসতে না আসতেই পড়েছিলেন দুর্বিপাকে। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডি থেকে এসেছিল উপর্যুপরি টেলিগ্রাম। সেইসব দিন ছিল দুঃসহ। ব্ল্যাক লিস্টেডও করা হয়েছিল তাকে। ভীষণ দুর্বিসহ যে ছিল সে জীবন, দাম্পত্য জীবনেও যার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু বরাবরের মতো এবারও আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল ছিলেন ফিরোজা। পাকিস্তান সরকার অবশেষে প্রকৃত বিষয় অনুধাবন করেছিল। এমন ব্যক্তিত্বকে দেশ ত্যাগ করতে বলাটা যে মূর্খামি তা বুঝতে তাদেরও বিলম্ব হয়নি।

ঢাকায় কমল দাশগুপ্তকে কাজী কামালউদ্দিন আহমেদ নামের নতুন পরিচয়ে সংসার জীবন শুরু করতে হয়। তার স্ত্রী ফিরোজার সংকট স্বাভাবিকভাবে উভয়ের সংকট হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু ভিনদেশি, বিধর্মী (যদিও স্ত্রী, সন্তানদের জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি।) বলে তাকে সরকারি মহলে বা সামাজিক স্তরে বারংবার উপেক্ষিত হতে হয়েছে।

তাদের আর্থিক সংকট এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কমল দাশগুপ্তকে ঢাকায় মুদি দোকান খুলতে হয়েছিল। তাকে নিয়ে ১৯৭২ সালের ১৮ মে বাংলাদেশের সাপ্তাহিক পত্রিকা বিচিত্রায় একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন ছাপা হয়। শিরোনাম ছিলো 'তিনি সাক্ষাৎকার দিতে চাননি'।

সেই প্রতিবেদনের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল। প্রতিবেদক লিখেছেন, সেন্ট্রাল রোড ধরে যাবার সময় লক্ষ্য করলে একটি সুন্দর সাইনবোর্ড চোখে পড়বে। যত্ন করে লেখা একটি শব্দ 'পথিকার'। অনেকেই হয়তো জানেন না পথিকার নামের এই ছোট্ট দোকানটি কার। অনেকেই অবাক হবেন যদি শোনেন এ দোকানটি হচ্ছে কমল দাশগুপ্তের। সেই কমল

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম— শম্ভু দা ক্লাসে চলে যাওয়ার পর নজরটা এদিকে ঘুরালাম। আমি হোস্টেলের যে ঘরটায় থাকব, সেটা লম্বা মতো। সরু লম্বাটে খাট পরপর সাজানো। প্রায় গায়ে গায়ে বলা চলে। দুটো খাটের মাঝখান দিয়ে, একটা মানুষ কষ্ট করে যেতে পারে। খাটের সামনের দিকের চলার পথটা একটু বড়। দু'জন মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে।

দেখলাম, লম্বা খাটের মাথার দিকটাতে সকলে বইখাতা জামা কাপড় ভাঁজ করে রেখেছে। তারপরে নিজের বেডিংটা ভাঁজ করে রাখা। বোঝা গেল রাতের বেলা বেডিংটা খুলে নিতে হবে। তোষক বালিশ সহ বেডিং জড়ানো থাকলেও শতরঞ্চিটা খাটের উপরে পাতা আছে।

আমাকেও নিজেরটা করে নিতে হবে। মায়ের পাতা নরম বিছানা এখানে পাবো না। কেউ এখানে আমাকে আদর করে বিছানায় শুইয়ে দেবে না।

আসার সময় মা গুছিয়ে বেঁধে দিয়েছিল বেডিং। বেডিংটা খাটের উপরে আছে। আমার ছোট্ট টিনের বাক্সটাকে বাবা খাটের নিচে রেখে দিয়েছিল। প্রথমে আমি বেডিংটা খুললাম। শতরঞ্চি তোষক বিছানার চাদর সমেত পুরোটাই পেতে দিলাম। বিছানার মধ্যে পাতলা একটা কম্বল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা ভাঁজ করে বালিশের উপরে রাখলাম।

বিছানা পাতার সময় সামনের দিকটা খানিকটা ফাঁকা রেখেছিলাম। আগেই জেনেছি ওখানে বই খাতা আর জামাকাপড় রাখতে হবে। সেগুলো নিচের ট্যাংকি খুলে এক এক বের করে সাজিয়ে রাখলাম। জীবনে খরচ করার হাতেখড়ি এই কাজের মধ্যে দিয়ে সেরে ফেললাম।

ভাবতে লাগলাম, এবার কী করব। মনে হল সবাই বাইরে বেরোতে বারণ করেছে ; দরজায় দাঁড়াতে তো বারণ করেনি। দরজাটা আমার সিটের একটা সিট পরে। খোলাই আছে। খাট থেকে নেমে দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়ালাম। একটা সরু রাস্তা, তারপরেই জেলখানার পাঁচিলের মতো পাঁচিল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে গুড়ি মেরে উঁকি ঝুকি মারলেও বাইরেটা দেখা যায় না। চৌকাঠ থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়াতে সাহস হচ্ছে না। এ যেন লক্ষ্মণের গন্ডিকাটা। মার কাছে গল্প শুনেছি, সীতা ওই গণ্ডি পার হয়ে যত বিপত্তি ঘটিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এত বড় একটা রাম রাবণের যুদ্ধ। তৈরি হয়েছিল আস্ত একটা মহাকাব্য। আর একটা রামায়ণ সৃষ্টির ইচ্ছে নেই আমার। তাই আমি গণ্ডি পার হয়ে রাস্তায় নামলাম না।

চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েই আকাশ দেখতে লাগলাম। দূরের কোনও বাড়িও দেখা গেল না। প্রায় দুপুর ১২ টা বাজে। সূর্য মাথার উপরে। চৌকাঠ থেকে নেমে রাস্তার মাঝখানে যে এক ফালি জায়গায় সূর্য আলো পড়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হল না। অজানা সব দৈত্য দানবদের কথা মনে আসতে লাগলো। হঠাৎ পাশের দিয়ে একজন দৈত্যাকৃতি মানুষ এগিয়ে আসতে দেখে আমি টুক করে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় শান্ত হয়ে বসলাম।

আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকের ধুকপুকনি শুরু হল। খুব জোর গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, " তুই তো এখানে নতুন ভর্তি হয়েছিস। আজকে আমি স্কুলে যেতে বারণ করেছিলাম। আমি কে জানিস তো!"

উনি আবার নিজেই বলে দিলেন, "আমি হচ্ছি এখানকার সুপারেনটেনডেন্ট।" তোদের সবকিছুই আমাকে দেখাশুনা করতে হয়। আবার দুষ্টুমি করলেও শাস্তি দিই। তুই যেন দুষ্টুমি করবিনে।"

উনার গলার আওয়াজটাকে হেড়ে গলা বলব না গম্ভীর গলা! আর কোনও চিন্তা না করে "আচ্ছা স্যার" বলে আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। উনি বললেন, " যা, যেভাবে বসে ছিলি ওইভাবে বসে থাক। আর একটা পিরিয়ড হবে। তারপরে খাবার ঘন্টা পড়বে। শম্ভুর সাথে খেতে যাবি কিচেনে।"

"আচ্ছা" এই কথাটা বলে বিছানায় গিয়ে বসে পড়লাম। উনি বুক ফুলিয়ে

চলবে...

এবিভিপি'র শিক্ষক সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজার সম্মানের চেয়েও যিনি একজন শিক্ষকের সম্মানকে বড় মনে করতেন সেই আদর্শ শিক্ষক ও মহান দার্শনিক এবং স্বাধান ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর জন্মদিন (৫সেপ্টেম্বর) জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্গের ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এবিভিপি চাঁদপাড়া শাখা। এদিন সন্ধ্যায় চাঁদপাড়ার দেবাঙ্গন অনুষ্ঠান গৃহে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন, জাতীয় শিক্ষক রাধাকৃষ্ণান এর

প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের পর সমবেত শিক্ষার্থীগনের কণ্ঠে ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রবীণ শিক্ষক অনিমেষ মণ্ডলের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত নেতৃত্ব লক্ষীকান্ত কাজলী, প্রধান শিক্ষক মনতোষ মজুমদার, নারয়ন দত্ত, স্বাপ্নল চন্দ প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষে পার্থ বিশ্বাস ও অংকন দাস সকলকে স্বাগত জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা সকলকে প্রস্ফুটিত গোলাপ ও কলম প্রদানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাতীয় শিক্ষক ড. রাধাকৃষ্ণ গানের জীবন, কর্ম এবং সেই সঙ্গে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্চালক সঞ্জীব দাসের কণ্ঠে সময়োচিত কবিতা আবৃত্তি এবং উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি এবং কথায় কবিতায় এবিভিপি আয়োজিত শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

তরুণ দলের বার্ষিক উৎসবে রক্তদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুন দল ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান। জাতীয় ও ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট

জনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায়, মন্টু বিশ্বাস, শান্তনু রায়, শিক্ষানুরাগী দ্বীজেন চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষক প্রফুল্ল বসু, বিশিষ্ট সমাজকর্মী রবি দে ও বনগাঁ জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ গোপাল পোদ্দার প্রমুখ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দ্বীজেন বাবু স্বেচ্ছা রক্তদান এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে তরুন দলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৫০ জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করে বলে জানালেন ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমর মজুমদার। তিন দিনের আয়োজিত বার্ষিক উৎসবে অংকন, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও সংগীত ও নাটক বিভাগের নাটক এবং সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল বাংলা ব্যান্ডের সংগীত ও বিচিত্রানুষ্ঠান। নিম্নচাপের বর্ষণ সত্ত্বেও এলেকার বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতিতে তরুণ দলের বার্ষিক উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

গানে গানে মুখরিত সন্ধ্যা কুমুদের বর্ষা মঙ্গল অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরনগরের চলন্তিকা শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনে অবিনাশ কাজললতা কাঞ্জিলাল মঞ্চে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরনগরের অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমি আয়োজিত বর্ষা মঙ্গল উৎসব। এদিন সন্ধ্যায় অবিনাশ কাজললতা মঞ্চে

সংস্থার কচি কাঁচা শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে 'বাদল বাউল বাজায় বাজায়' সংগীতের মধ্য দিয়ে বর্ষার গানে গানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগীত ও সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল, মানবেন্দ্র হালদার, পার্থ প্রতিম দাস, অভিভাবকগণ। একাডেমীর প্রাণপুরুষ পার্থ ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংগীত শিক্ষার্থী সহ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগণের উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া সংগীতে সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমি আয়োজিত এদিনের বর্ষা মঙ্গল অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। এদিনের বর্ষা মঙ্গল অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা সুতপা ঘোষ, ঝর্ণা মণ্ডল, মানবেন্দ্র হালদার, লিলি মণ্ডল, শ্রেয়া সরকার, লুসি মণ্ডল, সম্পূর্ণা মণ্ডল, মৃদুলা হালদার ও স্নিগ্ধা দত্ত প্রমুখ। বাজনায় শিল্পীদের সহযোগিতা করেন পার্থ ঘোষ, দুলাল গাইন, ঋষভ সরকার, লব কুন্ডু ও অমিতাংশু সাহা প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় শিশু শিল্পী শুভম মণ্ডল। একাডেমীর কর্নধার পার্থ ঘোষের সঠিক পরিচালনায় এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সূর্যকান্ত সরকারের সঞ্চালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

তিলোত্তমার জন্য ...

বনগাঁ শহরে ছবি তুলেছেন সায়ন ঘোষ

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬
৮৯৭২৮০০০৮৪
৭০৭৬২৭১৯৫২

২১ বছর পর সাজা

প্রথমপাতার পর...

পর থেকেই পণের দাবিতে সঞ্জয় তার স্ত্রীর উপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। সহ্য করতে না পেরে বিয়ের ৯ মাস বাদে অক্টোবর মাসে আত্মঘাতী হয় টুম্পা। শারীরিক মানসিক অত্যাচার করে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়ার অভিযোগ জানান মিতার পরিবার।

ঘটনার তদন্তে নেমে গাইঘাটা থানার পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পায় সঞ্জয়। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে প্রায় ২১ বছর বাদে এদিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে বনগাঁ মহকুমা আদালত।

সঞ্জয়-এর সাজা ঘোষণায় খুশি মৃত বধূর পরিবার। তারা বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর হলেও দোষী সাজা পেল। এতেই আমরা খুশি।

খুবলে খাচ্ছে শিয়াল!

প্রথমপাতার পর...

আগে এক মহিলার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে শিয়ালে খাচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ হয় এলাকার বাসিন্দারা। পৌরসভার সূত্রে জানানো হয়েছে 'ওঁদের জমির কাগজপত্র নিয়ে পৌরসভায় আসতে বলা হয়েছে। আগামীকালই কবরস্থানে ফেন্সিং দেওয়া হবে। পরবর্তীতে পাঁচিল দিয়ে দেওয়া হবে।

ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিঃ উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির ম্যানেজার শ্যামল

(IFFCO) এর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের গুনাগুন সম্পর্ক দেশের কৃষক সমাজকে অবহিত করতে বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যতম প্রধান সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকো কর্তৃপক্ষ। গত ১১ সেপ্টেম্বর হাবড়া ১নং ব্লকের বেড়গুম পায়রাগাছি সমবায় কৃষি দে ও সহকর্মীদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কৃষি আলোচনা চক্রে সমিতির সদস্য অর্ধশতাধিক কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত হন। ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা সমবেত কৃষকদের রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে ইফকোর জৈব সার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন।

জাল পরিচয়পত্র সহ ধৃত ২

প্রথমপাতার পর...

চক্রের সদস্যরা ভারতীয় পরিচয় পত্র বিক্রি করেছে বলে জানা গিয়েছে। চক্রের সঙ্গে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার বনগাঁ শহর থেকে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয় বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার অভিযোগে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুজয় মিস্ত্রি নামে এক ভারতীয় দালালকে। তাদেরকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, বনগাঁ শহরের গান্ধীপল্লী এলাকার একটি দোকান থেকে তারা ভারতীয় পরিচয় পত্র কিনেছিল।

এরপরই পুলিশ গান্ধী পল্লীতে রাকেশ ডিজিটাল নামে একটি দোকানে তল্লাশি চালায়। গ্রেপ্তার করা হয় রাকেশকে। উদ্ধার হয় ভারতীয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড। রাকেশকে জেরা করে পুলিশ দিব্যেন্দু সরকারের খোঁজ পায়। তাকেও রাতে পুলিশ হরিদাসপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশীরা দিব্যেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ করত। দিব্যেন্দু রাকেশদের কাছ থেকে কাগজপত্র তৈরি করে তাদের কাছে বিক্রি করত। চক্রটি জাল ভারতীয় পরিচয় পত্র কিভাবে তৈরি করত। কত টাকায় তা বিক্রি করতো, তাদের জেরা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে।

দেহ ব্যবসার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

ঠিক হলে সিনেমা হলের টিকিট কেটে সঙ্গীকে নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, দেহ ব্যবসা চলছে জেনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন সিনেমা হলের কর্মীরা। সিনেমা দেখার নামে দিনের পর দিন রমরমিয়ে চলছে দেহ ব্যবসার কারবার। আর তাতেই দূষিত হচ্ছে এলাকার সুস্থ পরিবেশ। দাবি এলাকার মা বোনেদের। তবে অবৈধ দেহব্যবসার কারবার বন্ধে সরব হয়েছেন সিনেমা হলের কর্মীরাও। তারা বলেন, 'এলাকার মা বোনেদের দাবি ন্যায্য, যুক্তি সঙ্গত। সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে এখন লোক হয় না বললেই চলে। যারা আসে, তাদের মধ্যে বক্সে বসে সিনেমা দেখার প্রবণতাই বেশি। বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'অবিলম্বে এসব বন্ধ করতে হবে। না হলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার খোঁজখবর শুরু করেছে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

শিক্ষক সংবধনা চাঁদপাড়ার এডুকেয়ার সেন্টারে

সংবাদদাতা ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন চাঁদপাড়ার এডুকেয়ার সেন্টারের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

গত ৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের পাঠকক্ষ ফুল-মালা ও রঙিন কাগজ ও হাতে আঁকা ছবিতে সাজানো হয়। উদ্যোক্তরা এদিন স্থানীয় ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিককে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, স্মারক সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছাত্র ছাত্রীগণ প্রতিষ্ঠানের প্রানপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদারকেও নানা উপহারে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক জাতীয় শিক্ষক ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর জীবন শিক্ষা, কর্ম আদর্শ এবং দর্শনের উপর আলোক পাত করনে এবং সেই সঙ্গে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বাধীন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ড. কৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। একাদশ শ্রেনির ছাত্রী মুনমুন রায় এর হাতে আঁকা জাতীয় শিক্ষক ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতি সমবেত সকলের নজর কাড়ে । আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। সংগীত- নৃত্য- আবৃত্তি এবং কথায় কবিতায় চাঁদপাড়ার এডুকেয়ার সেন্টার আয়োজিত এদিনের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

থিয়েট্রিক্সের বাস্তব ভিত্তিক প্রযোজনা প্যানিক

সংবাদদাতা ঃ নাটক জাতির দর্পন, নাটকের মধ্যে সমাজ জীবনের নানা প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তাইতো নাট্যকারগণ সমাজের কল্যাণের কথা ভেবেই নাটক লেখেন। জেলার অন্যতম নাট্যদল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স তার ব্যতিক্রম নয় তাদের পরিবেশিত নাটকগুলিতে সমাজ সচেতনতার বিষয়টি স্থান পায়। থিয়েট্রিক্সের সাম্পতিক প্রযোজনা 'প্যানিক' নাটকটিতে সমাজ সচেতনতার বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নাটকটির মূল বিষয় হল, বর্তমান সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলা মর্মস্পর্শী ঘটনাসমূহ। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে ছেলেধরার উৎপাত বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের শিরোনামেও থাকছে ছেলেধরার সংবাদ। পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারন মানুষজনও এই ছেলেধরার সত্য- মিথ্যা সংবাদে নাজেহাল। এই ছেলে ধরার প্রকৃত রহস্যটিই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে থিয়েট্রিক্সের নতুন নাটক প্যানিক'এ।

নাটকটি শুরু হয় একটি গান ও নাচের মধ্য দিয়ে। গানটি শেষ হতেই একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছুটে মঞ্চে এসে সকলের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, ওই পাড়ার একটি বাচ্চা ছেলেরে পেট কেটে কিডনি নিয়ে গেছে। একথা শুনে সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরপর থেকেই সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে ছেলে ধরার গল্প। এরই মাঝে জানা যায়, ওই বয়স্কটির গ্রামের একটি বাচ্চা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ায় ও গলির মুখে আলোচনা শুরু বাচ্চাটিকে কোন ছেলে ধরা নিয়ে গেছে। এমন সময় ওই পাড়ায় ঢুকে পড়ে একটি পাগল। সকলে তাঁকে ছেলে ধরা ভেবে প্রহার করতে শুরু করে, সে সময়ে একজন সমাজকর্মী এসে মারতে বাধা দেয়। ভদ্র লোকটিকে তার ছেলেধরার সাগরেদ ভেবে মারতে উদ্যত হয়। লোকটি কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে মোবাইল থেকে স্থানীয় থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রহৃত পাগলটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাস্থান থেকে পুলিশ জানতে পারে, গ্রামেরই একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। পুলিশ পাশের গ্রামে মেয়েটির মামার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। জানা যায়, মেয়েটি তার মামাতো ভাইয়ের সাথে খেলবে বলে এসেছে।

এরপর পুলিশ এই ছেলে ধরার বিষয়টিকে কারা রটিয়েছে তা জানিতে চান। মেয়েটির মা জানান, পাড়ারই একজন ভিডিও দেখিয়ে 'ছেলেধরা বেরিয়েছে', সকলকে সাবধানে থাকতে বলেন। ছেলেধরার, বাচ্চাদের মেরে তাঁদের শরীরের সমস্ত অর্গান নিয়ে চলে যাচ্ছে বলে প্রচার করেন। পুলিশ তখন সেই লোকটির বাড়ির ঠিকানা জেনে, তার বাড়ি চলে যান। তার কাছ থেকে ভিডিওর উৎস জেনে পুলিশ গৌছে যায় প্রকৃত অপরাধীর কাছে এবং তদন্ত করে জানতে পারে, আসামী তাঁর ভাইপোকে খুন করে নিজে বাঁচার জন্য এবং পুলিশ প্রশাসনকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওই ভিডিও টি নিজেই প্রস্তুত করে সাধারন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে নিজে বাঁচার চেষ্টা করছে। বাস্তবভিত্তিক এবং শিক্ষামূলক নাটকটির কাহিনী এবং কুশীলবদের অভিনয় সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। থিয়েট্রিক্সের কর্নধার জগদীশ ঘরামী জানান, সমাজে ঘটে চলা ছেলেধরা গুজব ও সন্দেহ নির্মম প্রহার ও মৃত্যুর মতো ঘটনা দূর করতে তারা বিভিন্ন এলেকায় নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

বনগাঁ স্টেশন চত্বরে প্রায় কোটি টাকার সোনা সহ ধৃত পাচারকারী

প্রতিনিধি ঃ চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে সোনার বিস্কুট এনে কলকাতায় যাবার পথে বনগাঁ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে সোনা সহ এক পাচারকারীকে আটক করলো বিএসএফ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় বনগাঁ স্টেশন চত্বরে ব্যাপক চঞ্চলের ছড়ায়। বিএসএফ জানিয়েছে, মোট ১০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন প্রায় ১ কেজি ২০০ গ্রাম। ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা। ধৃত পাচারকারী পেট্রাপোল থানার ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা। বিএসএফ জানিয়েছে, জেরায় ধৃত জানিয়েছে, বনগাঁ বাটা মোড় থেকে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সোনার বিস্কুট নিয়ে শিয়ালদহে এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বনগাঁ স্টেশন এলাকায় গিয়েছিল। সূত্র মারফত খবর পেয়ে জওয়ানরা তাকে আটক করতেই উদ্ধার হয় সোনার বিস্কুট গুলি। বুধবার সোনার বিস্কুট সহ ধৃতকে পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

স্নান করতে গিয়ে বাড়ি ফিরল না ছাত্র, শোকস্তব্ধ

প্রতিনিধি ঃ বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল নবম শ্রেণীর ছাত্র। বিকেল হয়ে গেলেও বাড়িতে ফেরেনি সে। পরিবারের লোকজন খোঁজখবর করতে বেরিয়ে পুকুরের মধ্য থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার হেলেঞ্চা ২ নম্বর এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম দীপ হালদার (১৬)। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, দীপ খুব সরল সাদামাটা ছেলে। হেলেঞ্চা হাই স্কুলের ছাত্র। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করত না। এদিন দুপুরে প্রতিবেশী ছোট বোনের সাথে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। বোন স্নান করে বাড়ি ফিরে এলেও সে পুকুরে ছিল। বিকেল পর্যন্ত দীপ বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। প্রতিবেশী বোনের কাছে তার খবর পেয়ে স্থানীয়রা পুকুরে গিয়ে জলের মধ্যে তার দেহ ভাসতে দেখে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**